



# দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবন (২০২০-২০২১)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

# দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবন (২০২০-২০২১)



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

# দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবন (২০২০-২০২১)

## উপদেষ্টা:

জনাব মোঃ মোহসীন

সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

## সম্পাদনা:

ইনোভেশন টিম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

## ইনোভেশন টিম:

১। জনাব আলী রেজা মজিদ, অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি)	চীফ ইনোভেশন অফিসার
২। জনাব মোমেনা খাতুন, যুগ্মসচিব	সদস্য
৩। জনাব আবু সালেহ মোঃ মহিউদ্দিন খাঁ, উপসচিব	সদস্য
৪। জনাব হাবিবুর রহমান, উপসচিব	সদস্য
৫। জনাব শায়লা ইয়াসমিন, উপসচিব	সদস্য
৬। জনাব আব্দুল্লাহ আল আরিফ, উপসচিব	সদস্য
৭। জনাব অলিদ বিন আসাদ, সিস্টেম এনালিস্ট	সদস্য
৮। জনাব মুনিরা সুলতানা, উপসচিব	সদস্য সচিব

## প্রচ্ছদ ডিজাইন:

মোঃ কামাল হোসেন

বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (ফিশারিজ)

ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

## মুদ্রণ:

নাজির ডিজিটাল কম্পিউটার্স

১৩ নং সিটি কর্পোরেশন মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

মোবাইল : ০১৯১৭-৯৬১৪৭০, ০১৭০৭-১৬১৪৭০

E-mail : kamalbd23@gmail.com

প্রকাশকাল: মে, ২০২১

সহযোগিতায় :

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়



ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি

প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।



বর্তমান সরকার জনপ্রশাসনের সকল স্তরে সুশাসন ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় জনবান্ধবতা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে জনপ্রশাসনে একদিকে যেমন সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব তেমনি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) ও ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে শুরু করে মাঠ পর্যায়ে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত সকল দপ্তর/সংস্থা একসাথে কাজ করে যাচ্ছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সরকারের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এজন্য প্রয়োজন সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা এবং নাগরিক সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। ২০১৩ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে 'ইনোভেশন টীম' গঠনের নির্দেশনা প্রদান করে পরিপত্র জারি করার পর থেকেই জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম কম খরচে, কমসময়ে, দ্রুততার সাথে সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে সকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ গৃহিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে তার জন্য ইনোভেশন টীমকে আমি সাধুবাদ জানাই। প্রকল্পগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে সাধারণ জনগণ উপকৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

মন্ত্রণালয় কর্তৃক এরকম একটি প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ইনোভেশন টিমকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ডকুমেন্টেশনটি প্রকাশিত হলে এ মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। আমি এই প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি

প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়



মোঃ মোহসীন  
সচিব  
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়



নাগরিকের প্রয়োজন ও চাহিদা বিবেচনা করে সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার উন্নয়ন বা সহজিকরণই জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গণকর্মচারিগণের মধ্যে সেবা গ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনে সহমর্মিতা এবং কাজিত পরিবর্তন অবশেষে পরিষ্কার-নিরীক্ষার ঝুঁকি গ্রহণের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। প্রয়োজন আন্তরিক দলীয় উদ্যোগ, নেটওয়ার্কিং, নাগরিক সেবার সমস্যা চিহ্নিতকরণের জ্ঞান, দক্ষতা ও চর্চা এবং সৃজনশীল সমাধান।

উদ্ভাবনীচর্চার সাথে সংশ্লিষ্ট এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। পাশাপাশি ইনোভেশন বিষয়ক প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রমের ওপর ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক বছর ব্যাপী গৃহিত কার্যক্রম তথা প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, শোকেসিংসহ মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী প্রকল্প সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীতকরণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নিয়মিত উদ্ভাবনী কার্যক্রম সম্পাদন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ মন্ত্রণালয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪টি উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রতিটি প্রকল্পই সমন্বয়যোগ্য এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয়ের সেবার মান উন্নয়ন, কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনী চর্চা গতিশীল হবে। উদ্ভাবনী কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রণোদনা/স্বীকৃতি প্রদান করা হয় যা উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে তাদের আগ্রহ তৈরি হবে। সর্বোপরি উদ্ভাবনী কাজে এ মন্ত্রণালয় আরো এগিয়ে যাবে।

আমি এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোঃ মোহসীন



আলী রেজা মজিদ  
অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি)  
ও চীফ ইনোভেশন অফিসার

## মুখবন্ধ

উদ্ভাবন বা 'ইনোভেশন'- এর ধারণাটি মূলত: বেসরকারি খাত থেকে এসেছে। সরকারি খাতে উদ্ভাবন এর সংজ্ঞা, প্রয়োগ ও পরিধি নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। পৃথিবীব্যাপি সরকারি খাতে উদ্ভাবন বিষয়ক একক কোন সংজ্ঞা নেই। বরং উদ্ভাবন শব্দটির প্রয়োগ এবং সংজ্ঞা উভয়ই পরিপ্রেক্ষিত কেন্দ্রিক। আমরা জানি উদ্ভাবনী উদ্যোগে সৃজনশীলতা প্রয়োজন। তবে সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবন একই অর্থ বহন করে না। সৃজনশীলতা প্রধানত: মনোজাগতিক ও ধারণাকেন্দ্রিক অন্যদিকে উদ্ভাবন প্রায়োগিক বা চর্চা কেন্দ্রিক। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বলতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় এমন কোন পরিবর্তন যার ফলে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নাগরিকের আগের তুলনায় সময়, খরচ ও অফিস- যাতায়াত সাশ্রয় হয়।

জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন হলো নিজ অধিক্ষেত্রে নতুন কোন চর্চা বা পুরাতন কোন চর্চার পরিবর্তিত ব্যবস্থা চালু করা যার ফলে সেবার মানোন্নয়নের সাথে নতুনভাবে জনসুবিধা বৃদ্ধি পায়। এটি এমন নতুনত্ব যা এর আগে নিজ অধিক্ষেত্রে পূর্বে প্রয়োগ বা চর্চা হয়নি। ইনোভেশন নির্দিষ্ট কোন সরলরেখায় চলেনা। এক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং সফলতা উভয়েরই সমান সুযোগ রয়েছে। সরকারি খাতে উদ্ভাবনী ধারণা ও উদ্যোগ ঐতিহ্যগতভাবে উচ্চতর পর্যায় এসে থাকে। তবে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা গেলে এটি কনিষ্ঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারির নিকট থেকে অধিকহারে আসতে পারে। কনিষ্ঠ পর্যায় থেকে আগত উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের হয় এবং তা স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যাকে অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় যা সরাসরি প্রান্তিক সেবাগ্রহীতাদের জন্য নতুন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে বিশেষত: সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্ভাবনী ধারণা সৃজন, উদ্ভাবনী প্রকল্পের ডিজাইন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন তথা সমগ্র উদ্ভাবন চক্রে সেবাগ্রহীতার সরাসরি সংশ্লিষ্টতাকে বর্তমান সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দ্রাণ মন্ত্রণালয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ে ৪টি উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রতিটি প্রকল্পই বিবেচ্য সেবার সমস্যা চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন পর্যায়ে পৌঁছাতে সমর্থ হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী টিমের টিম লিডারগণের সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রকল্পসমূহ সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ইনোভেশন টিমের উদ্যোগে এ প্রকাশনায় প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ও ইনোভেশন টিমের উদ্ভাবন যাত্রার অভিজ্ঞতা সকলকে জানানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে। আমি এ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আলী রেজা মজিদ



INNOVATION

“INNOVATION IS SEEING  
WHAT EVERYBODY HAS  
SEEN AND THINKING  
WHAT NOBODY HAS  
THOUGHT.”

wazoku

*Dr Albert. Szent-Györgyi*

discovered vitamin C

## ভূমিকা

মানুষ স্বভাবতই সৃষ্টিশীল। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ নিজের প্রয়োজনেই নানাবিধ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল প্রতিকূলতাকে জয় করেছে। জীবনযাত্রাকে করেছে সহজ থেকে সহজতর। যুদ্ধজয়ী মানবসভ্যতার এই অগ্রযাত্রায় তাই शामिल হয়েছে অভিনবত্ব আর নতুন নতুন আবিষ্কার। জীবন প্রবাহমান, গতিশীল। গতিশীল এই পৃথিবীতে টিকে থাকার লড়াইয়ে এ কারণে মানুষই অদ্যাবধি সগৌরবে তার অস্তিত্বকে প্রতিনিয়ত বিকশিত করেছে। যার অন্তরালে রয়েছে তার অনুসন্ধিৎসু মন আর এগিয়ে যাবার অদম্য আগ্রহ। সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে আনার জন্য মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে এবং আজো তা অব্যাহত রয়েছে। যেখানে সেবা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেখানে সেবার মানের উন্নয়নের চেষ্টা তার থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেবার মানের উন্নয়নের জন্য বা নতুন উদ্ভাবন তথা ইনোভেশনের কোন বিকল্প নেই। মানুষের এই উদ্ভাবনী ক্ষমতাই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দিকে।

## শ্রেণীপট

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রতিবছর বাংলাদেশের মানুষকে নানাবিধ প্রাকৃতিক ও কখনো কখনো মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হয়। এ সকল দুর্যোগে গৃহস্থালী সামগ্রী, গবাদি পশু, কৃষিজমি ও ফসলাদিসহ জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচিকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনা সরকারের তথা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ও মাঠ পর্যায়ে নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় নাগরিক সেবা প্রদানে সরাসরি নিয়োজিত। জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের চ্যালেঞ্জ ও প্রভাব মোকাবেলার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নিরলস সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ অবস্থান ধরে রাখতে সেবার নতুন ধরন ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনতে তথা সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে জনবান্ধব করতে ইনোভেশনের বিকল্প নেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনে তাই নতুন নতুন ধারণা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে প্রতিনিয়ত আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।





## সেবার মান উন্নয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় তার সকল ধরনের সেবা গ্রহীতাদের প্রাপ্য সেবা সমূহের মান উন্নয়নের জন্য নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

- যেকোন দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা জানানোর জন্য বিশেষ হটলাইন নম্বর ১০৯০ চালুকরণ
- যে কোন দুর্যোগকালীন সময়ে সেচ্ছাসেবক সহ আশ্রয়কেন্দ্র বিষয়ক যে কোন কিছু হালনাগাদ তথ্যের জন্য বিডি ডিজাস্টার এলার্ট নামক এ্যাপ চালুকরণ
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীর জন্য ই-রিকুইজিশন সেবা চালুকরণ
- অডিট আপত্তিসমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ
- টিআর/কাবিখা/কাবিটা কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ ও জিপিএস ট্র্যাকার এর মাধ্যমে গৃহীত প্রকল্পের দৈততা পরিহারকরণ।
- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর জন্য ই-লিভ চালুকরণ।
- ৩৩৩ হটলাইন নম্বর ব্যবহার করে জরুরী ত্রাণ সহায়তা প্রদান।
- মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অতি দরিদ্রদের অর্থ সহায়তা প্রদান।
- কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত কারণে মন্ত্রণালয়ে একটি ২৪/৭ কন্ট্রোল রুম স্থাপনা ও পরিচালনা।
- মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ।

## বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিবছর মন্ত্রণালয়সহ সকল স্তরের ও সকল ধরনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। এ কর্মপরিকল্পনায় মোট ১৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে। এসকল কৌশলগত উদ্দেশ্যপূরণকল্পে ৩৪টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর আন্তরিক সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইনোভেশন টিমের সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং প্রতিটি সভায় টিমের সদস্যগণ নিয়মিত উপস্থিত থেকে প্রতিটি কার্যক্রমে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল সদস্য আন্তরিকতার সাথে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে থাকেন।



## ৫। কর্মপরিকল্পনাভুক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

### ৫.১. ইনোভেশন আইডিয়া আহবান:

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় তার সেবা গ্রহীতাদের প্রাপ্য সেবার মান উন্নয়নে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে আসছে। সেবা গ্রহীতাদের সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারি তথা সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা সম্মিলনে উদ্ভাবন আইডিয়া গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের নিকট হতে উদ্ভাবনী আইডিয়া আহবান করা হয়। কর্মকর্তাগণ তাদের কর্মক্ষেত্র/শাখা সংশ্লিষ্ট ১৪ টি আইডিয়া গ্রহণ করেন এবং তা চীফ ইনোভেশন অফিসারের নিকট দাখিল করেন। ইনোভেশন টীমের পরবর্তী সভায় তা যাচাই বাছাইয়ের জন্য উপস্থাপিত হয়। টীমের সভায় যাচাই বাছাই পূর্বক ১০ টি আইডিয়া পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা হয়।



### ৫.২. কর্মশালা আয়োজন:

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় ৪টি নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল কর্মশালায় নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনের ধারণা প্রদান করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই সহ রিসোর্সপুলের সদস্যের মধ্য হতে নির্বাচিত কর্মকর্তা রিসোর্স পারসন হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। কর্মশালায় অন্যান্য দপ্তরের বাস্তবায়িত উদ্ভাবন প্রকল্প হতে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়। সেসকল প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যা ও সম্ভাবনা থাকলে তা আলোচনা করা হয়। প্রাপ্ত অভিজ্ঞকতার আলোকে মন্ত্রণালয়ের সেবা সমূহ বিশ্লেষণ করা হয় এবং সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। চিহ্নিত সমস্যার সমাধান করার প্রস্তাবনসহ নতুন আইডিয়া গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ক কর্মশালা হতে ৪ টি সমাধান প্রস্তাব পাওয়া যায় যার সবগুলোই বর্তমানে বাস্তবায়নায়ীন।



### ৫.৩. নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন:

চলমান ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২টি ২দিন ব্যাপী 'উদ্ভাবনের সক্ষমতা বৃদ্ধি' ও 'সেবা সহজীকরণের সক্ষমতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি হতে কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভাবন বিষয়ক লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন উদ্যোগ গ্রহণে অগ্রহী হয়ে ওঠেন। প্রশিক্ষণে কর্মশালা হতে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন কৌশল আলোচনা করা হয়, ডকুমেন্টেশন এবং পরবর্তীতে কিভাবে তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়।

*Innovation is the specific instrument of entrepreneurship. The act that endows resources with a new capacity to create wealth.*  
– Peter Drucker

*Innovation is the central issue in economic prosperity.*  
– Michael Porter







#### ৫.৪. আইডিয়া বাস্তবায়ন:

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ পরবর্তীতে পুনরায় ইনোভেশন টীমের সভায় আলোচনা করা হয়। প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে বাস্তবায়নকারী টীম গঠন করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ এর প্রধান এ টীমের টীম লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প টীম কর্তৃক প্রাক্কলন প্রাপ্তির পর তা অনুমোদন গ্রহণ করে প্রকল্পের অনুকূলে অর্থছাড় করা হয়ে থাকে। বাস্তবায়নকারী টীম লিডারের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ও নেতৃত্বে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পরিদর্শনপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ইনোভেশন টীমের নিকট দাখিল করা হয়। বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪টি উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রকল্পের শিরোনাম	টিমলিডার
০১	টিআর/কাবখা/কাবিটা/ইজিপিপি প্রকল্পের ডেটাবেইজ প্রস্তুতকরণ এবং জিপিএস ট্র্যাকরের মাধ্যমে প্রকল্প নির্বাচন ও দ্বৈততা পরিহারকরণ	জনাব মো: মোয়াজ্জেম হোসেন অতিরিক্ত সচিব (দ্রাণ)
০২	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারির জন্য ই-রিকুইজিশন সেবা চালুকরণ	জনাব রওশন আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অডিট)
০৩	মন্ত্রণালয়ের করিডোরসমূহ সুসজ্জিতকরণের মাধ্যমে সৌন্দর্যবর্ধন	জনাব আলী রেজা মজিদ অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি)

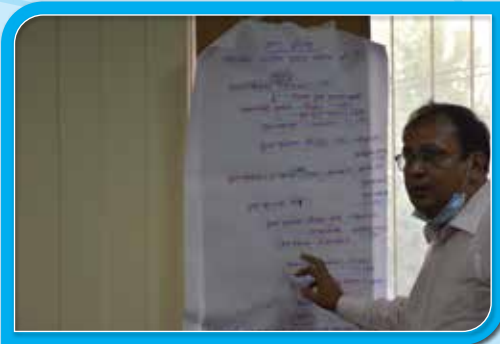


## ৫.৪.১. প্রকল্পের নাম: টিআর/কাবিখা/কাবিটা/ইজিপিপি সহ অন্যান্য প্রকল্পের ডেটাবেইজ প্রস্তুতকরণ

চিহ্নিত সেবার নাম		টিআর/কাবিখা/কাবিটা কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	
আইডিয়ার শিরোনাম		টিআর/কাবিখা কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ	
ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	
০১	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ)	টিম লিডার
০২	জনাব আবু সাইদ মোঃ কামাল	উপসচিব (ত্রাণ)	সদস্য
০৩	জনাব কে এম আনিছুল ইসলাম	সহকারি সচিব	সদস্য
০৪	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম	সহকারি সচিব	সদস্য
০৫	জনাব নিতাই চন্দ্র দে	উপ-পরিচালক, দুব্যঅ	সদস্য
০৬	জনাব আব্দুল কাদের	প্রোগ্রামার, দুব্যঅ	সদস্য
০৭	জনাব প্রবীর কুমার দাস	প্রোগ্রামার, দুব্যঅ	সদস্য

### সেবার সমস্যা

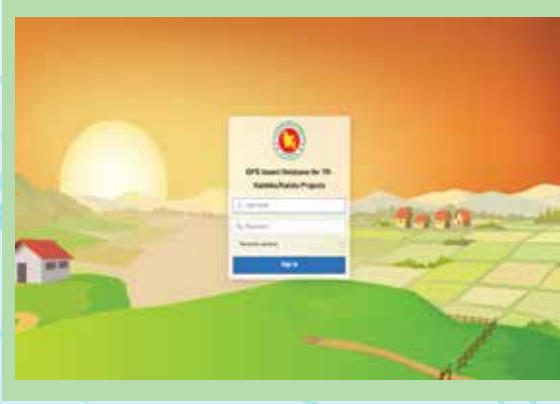
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ শাখার সেবাসমূহ বিশ্লেষণ করে সেবাসমূহের সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। সমস্যা বিবেচনা করে সেবাসমূহের তালিকা করা হয় এবং তালিকা হতে অধিকতর নাগরিক সম্পৃক্ততা আছে এমন একটি সেবা চিহ্নিত করা হয়। সেবা পর্যালোচনায় দেখা যায় বাংলাদেশের সকল জেলার প্রায় সকল উপজেলায় প্রতিবছর টিআর/কাবিখা/কাবিটা/ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হয়। এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের কোন ডেটাবেইজ নেই। যার ফলে জরুরী প্রয়োজনে প্রকল্প তালিকা সহজেই পাওয়া যায়না। সেইসাথে প্রকল্প গ্রহণে প্রায়শই দ্বৈততার অভিযোগ পাওয়া যায় অর্থাৎ একই স্থানে বার বার প্রকল্প দেখিয়ে বাস্তবায়ন না করে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও পাওয়া যায়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়না। ফলে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড বহুলাংশে ব্যাহত হয়।





## গৃহিত ব্যবস্থা:

সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে সকল টিআর/কাবিখা/কাবিটা/ইজিপিপি ও অন্যান্য প্রকল্পের সকল তথ্য সম্বলিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডেটাবেইজ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এটি প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় পাইলট আকারে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এতে সাভার উপজেলার শিমুলিয়া এবং ধামসোনা ইউনিয়নের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উক্ত ২ ইউনিয়নের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের টিআর/কাবিখা/কাবিটা কর্মসূচির আওতায় গৃহিত প্রকল্প, দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ, সোলার লাইট প্রকল্পসহ যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হয়। এসাথে প্রতিটি প্রকল্পের অবস্থান জিপিএস ট্র্যাকারের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয় এবং তার অবস্থান গুগল ম্যাপে সংযুক্ত করা হয়। এতে সকল প্রকল্পের তথ্য ডেটাবেইজে সংরক্ষণ করা, দ্বৈততাপরিহার করাসহ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। উপরন্তু সাধারণ নাগরিক ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে প্রকল্প সম্পর্কে তথ্যাদি জানতে পারবেন। এতে জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।



## ফলাফল:

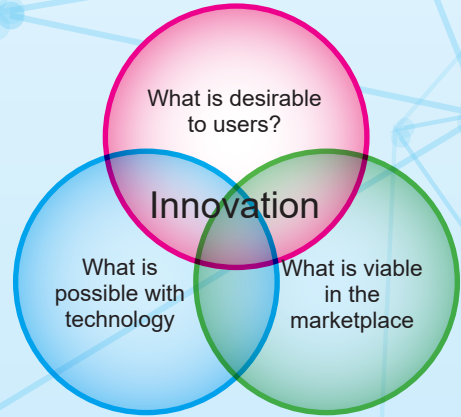
- টিআর/কাবিখা কর্মসূচির আওতায় গৃহিত সকল প্রকল্পের যাবতীয় তথ্য ডেটাবেইজে সংরক্ষণ করা।
- পূর্ববর্তী বছরগুলোতে গৃহিত প্রকল্পসমূহের বাস্তব অবস্থার ছবিসহ অন্যান্য তথ্যাদি হালনাগাদ করা।
- সকল প্রকল্পের ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ের ডেটা সংরক্ষণ করা।
- জিপিএস ট্র্যাকার ব্যবহার করে প্রকল্পের প্রকৃত অবস্থান চিহ্নিত করে গুগল ম্যাপে তা সংরক্ষণ করা।
- দ্বৈততা পরিহারকরণের জন্য প্রকল্প অবস্থান যাচাই করা এবং প্রয়োজনে পৃথক এলাকায় আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করা।
- প্রকল্প গ্রহণে দ্বৈততা পরিহারকরণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

## ৫.৪.২. প্রকল্পের নাম: অডিট আপত্তির ডেটাবেইজ প্রস্তুতকরণ:

চিহ্নিত সেবার নাম		অডিট আপত্তির ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা	
আইডিয়ার শিরোনাম		অডিট আপত্তির ডেটাবেইজ প্রস্তুতকরণ	
ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	
০১	জনাব আবুল বায়েছ মিয়া	যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অডিট)	টিম লিডার
০২	জনাব মোঃ জহুরুল আলম চৌধুরী	উপসচিব (অডিট)	সদস্য
০৩	জনাব আবু সালেহ মোঃ মহিউদ্দিন খাঁ	উপসচিব	সদস্য
০৪	কাজী তাসমীন আরা আজমেরী	উপসচিব	সদস্য
০৫	জনাব মোঃ সেলিম হোসেন	সিনিয়র তথ্য অফিসার	সদস্য
০৬	জনাব মোঃ শাহজাহান	সিনিয়র সহকারী সচিব	সদস্য
০৭	জনাব মোঃ শফিউদ্দিন আহাম্মদ	ফাইন্যান্স অফিসার সিভিল রিলিফ	সদস্য

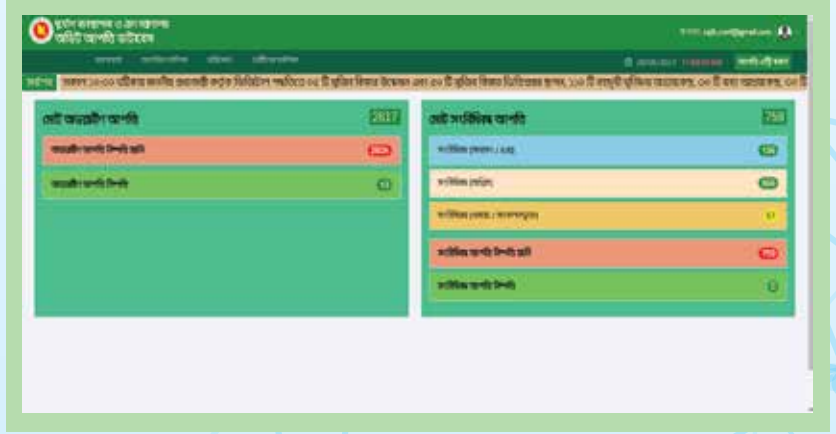
### সেবার সমস্যা:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ে প্রায় ৫৫০ টির অধিক অফিস রয়েছে। এসব অফিসের বাৎসরিক অডিট/ নিরীক্ষা কার্যক্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে বিগত প্রায় ২৫ বছর অধিককাল প্রায় ৪৫০০ টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। এসকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সময়ে প্রায়শঃই সঠিক তথ্য পাওয়া যায়না। অনেকসময় প্রয়োজনীয় নথি খুঁজে পাওয়া যায়না। প্রয়োজনে উপস্থাপন করতে বিলম্ব হয় এবং প্রয়োজনীয় কাগজ খুঁজে পেতেও বিলম্ব হয়। ফলে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতেও বিলম্ব হয়।



### গৃহিত ব্যবস্থা:

দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ সুবিন্যস্ত করার জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একটি ডেটাবেইজ এর মাধ্যমে অডিট আপত্তিসমূহ সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ক্যাটেগরি অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ ও সংস্থার অডিট আপত্তিসমূহ পৃথকভাবে, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ওয়ারী তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়। নতুন নতুন অডিট আপত্তি ডেটাবেইজে লিপিবদ্ধ করা হয়, নিষ্পত্তির সাথে সাথে তা আপলোড করা হয়ে থাকে। সেই সাথে সকল অডিট আপত্তির নথি সমূহ/প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে নথির গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি স্ক্যান করে তা পিডিএফ আকারে আপলোড করা হয়ে থাকে।



### ফলাফল:

- সকল ধরনের অডিট আপত্তির তথ্য সহজেই/এক ক্লিকেই খুঁজে বের করা সম্ভব হয়।  
বিভাগ/জেলা/উপজেলার দীর্ঘদিনের অনিষ্্পন্ন অডিট আপত্তি সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।
- নতুন অডিট আপত্তিসমূহ সরাসরি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে।
- অনিষ্্পন্ন অডিট আপত্তির সকল তথ্য ও প্রতিবেদন সহজেই তৈরি করা যায়।
- অডিট আপত্তি নিষ্্পত্তির সাথে সাথে তা হালনাগাদ করে আপলোড করা যায়।
- অডিট আপত্তি নথির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও দলিলাদি স্ক্যান করে পিডিএফ আকারে আপলোড করা হয়।
- ফলে নথি বা নথির দলিলাদি হারানোর সুযোগ থাকেনা এবং প্রয়োজনে সহজেই ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

### Innovation Management Principles



1 Realization of value



2 Future-focused leaders



3 Strategic direction



4 Culture



5 Exploiting insights



6 Managing uncertainty



7 Adaptable structures



8 Systems approach

### ৫.৪.৩. প্রকল্পের নাম: মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর জন্য ই-রিকুইজিশন চালুকরণ

চিহ্নিত সেবার নাম		অডিট আপত্তির ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা	
আইডিয়ার শিরোনাম		অডিট আপত্তির ডেটাবেইজ প্রস্তুতকরণ	
ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	
০১	জনাব রওশন আরা বেগম	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও সেবা)	টিম লিডার
০২	জনাব মোঃ আরিফ	যুগ্মসচিব (সেবা)	সদস্য
০৩	জনাব শায়লা ইয়াসমিন	উপসচিব (প্রশাসন)	সদস্য
০৪	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান	উপসচিব (সেবা)	সদস্য
০৫	জনাব মোঃ অলিদ বিন আসাদ	সিস্টেম এনালিস্ট	সদস্য
০৬	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের	প্রোগ্রামার	সদস্য

### সেবার সমস্যা

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারিগণ দাপ্তরিক কাজের জন্য প্রতিনিয়ত নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদাপত্র মন্ত্রণালয়ের সেবা শাখায় প্রেরণ করে থাকেন। প্রেরণ এবং গ্রহণ প্রক্রিয়াটি ম্যানুয়ালি সম্পন্ন হতো। অনলাইনে কোন হিসাব সংরক্ষণ করা হতোনা। ফলে প্রায়শই চাহিদাপত্র হারিয়ে যেতো, অনেকসময় স্টোরে মজুদ পরিস্থিতি না জানার কারণে চাহিদাপত্র প্রেরণ করেও প্রয়োজনীয় পন্যসামগ্রী পাওয়া যেতনা। উপরন্তু একজন ব্যক্তি একই মাসে একাধিকবার একই ধরনের দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা পত্র প্রেরণ করতেন এবং সরকারি সম্পদের অপচয় হতো।

### গৃহিত ব্যবস্থা:

স্টোর ম্যানেজমেন্ট এবং চাহিদা অনুযায়ী অফিস সামগ্রী সরবরাহ সকল সরকারি দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা। এ সেবার মান উন্নয়ন ও দ্রুততম সময়ে কর্মকর্তা কর্মচারির মধ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ ই-সেবা চালু করা হয়। স্টোর ব্যবস্থাপনা একটি সফটওয়্যার এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এর ফলে কর্মকর্তা কর্মচারিগণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে তার জন্য সরবরাহকৃত লগইন আইডি পাসওয়ার্ড এর মাধ্যমে উক্ত লিংকে প্রবেশ করতে পারবে এবং তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে পারবেন এবং সেবাটি স্বল্প সময়ে দ্রুততার সাথে গ্রহণ করতে পারবেন।

### ফলাফল:

- ডিজিটাল স্টোর ম্যানেজমেন্ট এর ফলে সকল কর্মকর্তা কর্মচারি চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে পারবেন।
- সহজ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটি ম্যানুয়াল ও একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা কর্মচারির মধ্যে তা শেয়ার করা হবে, তাদের প্রদত্ত ফিডব্যাকের আলোকে সফটওয়্যারটি আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ করে ব্যবহারকারীগণের নিকট আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হবে।
- যেহেতু এটি একটি প্রয়োজনীয় সেবা, তাই ব্যবহারকারীগণ নিজেদের প্রয়োজনে ও সুবিধা অনুযায়ী তা ব্যবহার করবেন।
- এটি পরিপূর্ণভাবে চালু হলে সকল ধরনের অফলাইন চাহিদাপত্র গ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে হার্ডকপি রিকুইজিশন বন্ধ করে দেয়া হবে।

**৫.৪.৪. প্রকল্পের নাম: মন্ত্রণালয়ের করিডোর ও কক্ষসমূহ শুদ্ধাচার ও সরকারি আদেশ সংশ্লিষ্ট বাণী/উক্তি/শ্লোগান এবং উপযুক্ত ছবি দ্বারা সজ্জিতকরণ ও সৌন্দর্যবর্ধন**

চিহ্নিত সেবার নাম		কর্মপরিবেশ উন্নয়ন	
আইডিয়ার শিরোনাম		মন্ত্রণালয়ের করিডোর ও কক্ষসমূহ শুদ্ধাচার ও সরকারি আদেশ সংশ্লিষ্ট বাণী/উক্তি/শ্লোগান এবং উপযুক্ত ছবি দ্বারা সজ্জিতকরণ	
ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	
০১	জনাব আলী রেজা মজিদ	অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি)	টিম লিডার
০২	জনাব এস এম এনামুল কবির	পরিচালক, দুব্যঅ	সদস্য
০৩	জনাব কাজী শফিকুল আলম	উপসচিব	সদস্য
০৪	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান	উপসচিব	সদস্য
০৫	মুনিরা সুলতানা	উপসচিব	সদস্য
০৬	জনাব আবু ইউসুফ মোঃ রাসেল	সিনিয়র সহকারি সচিব	সদস্য

**সেবার সমস্যা**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৪ নং ভবনে অবস্থিত। এটি একটি পুরানো ভবন। ভবনের ২য়, ৩য় এবং ৫ম তলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মন্ত্রণালয়ের করিডোর, অফিসকক্ষ, কমন শৌচাগারসমূহ পুরানো এবং অনেকটাই জরাজীর্ণ। দেয়ালের রং অনেকাংশে উঠে গেছে, করিডোর পরিচ্ছন্ন নয়, স্বাভাবিক কর্মপরিবেশের অন্তরায়।

**গৃহিত ব্যবস্থা:**

বর্ণিত সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয়ের ৩য় তলার করিডোর রেনোভেশনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রেনোভেশন কার্যক্রম সমাপ্তির পরে ২য় ও ৩য় তলার দেয়ালে পেইন্টিং ও মন্ত্রণালয়ের বিশেষ কার্যক্রমের আলোকচিত্র দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

**ফলাফল:**

- রেনোভেশনের ফলে উভয় তলার দেয়ালসমূহ পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়।
- এতে করিডোরসমূহের সৌন্দর্যবর্ধন হয় এবং সার্বিক কর্মপরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করে।
- কর্মকর্তা কর্মচারিগণ উন্নত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সাবলীলভাবে কাজ করার প্রেরণা লাভ করেন।
- কর্মপরিবেশ উন্নয়নের সাথে সেবারও মানোন্নয়ন ঘটে।



## ৬. ইনোভেশন শোকেসিং

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ২৩ মে ২০২১ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ইনোভেশন শোকেসিং এর আয়োজন করা হয়। ইনোভেশন শোকেসিং এ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব এবি তাজুল ইমলাম এমপি। শোকেসিং এ সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোহসীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মন্ত্রণালয়ের চীফ ইনোভেশন অফিসার ও অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি) জনাব আলী রেজা মজিদ। মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৩টি প্রকল্পের ওপর উপস্থাপনা করা হয়। সহযোগী সংস্থা যারা প্রযুক্তিগত সহায়তা দান করেছেন তারা এ উপস্থাপনায় অংশগ্রহণ করেন।



ইনোভেশন শোকেসিং এ বক্তব্য রাখছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি।



উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ মনোযোগের সাথে উপস্থাপনা উপভোগ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। অন্যান্য অংশগ্রহণকারী তাদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। উদ্ভাবন শোকেসিং এর মাধ্যমে ২ টি সেরা প্রকল্প নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী টীমকে পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং তাদের জন্য ক্রেস্ট, সনদ ও শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়। বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে ১ম প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প নির্বাচন ও দ্বৈততা পরিহারকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে মর্মে বিবেচিত হওয়ায় তা ১ টি বিভাগে রেপ্লিকেট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর ফলে প্রকল্প এলাকায় সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড ত্বরান্বিত হবে এবং সাধারণ জনগণ প্রতিটি প্রকল্পের সুফল সহজেই ভোগ করতে পারবেন।



ইনোভেশন শোকেসিং এ বক্তব্য রাখছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোহসীন



ইনোভেশন শোকেসিং এ বক্তব্য রাখছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব এবি তাজুল ইসলাম এমপি।

## উপসংহার:

জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে নাগরিক সেবা ও দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি সহজীকরণে উদ্ভাবন কার্যক্রমকে গতিশীল করার মাধ্যমে সেবা প্রদান ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, ঘনবসতি ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হয়। এসব দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ শূণ্যে আনার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নানাবিধ উদ্ভাবনী উদ্যোগে গ্রহণ করেছে; যেমন: আসন্ন দুর্যোগের কবল থেকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণের জন্য বেতার, টেলিভিশন এবং স্থানীয়ভাবে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে প্রচারণার পাশাপাশি দ্রুত ও অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (আইভিআর) চালু করা হয়েছে। যেকোন মোবাইল ফোন থেকে ১০৯০(টোল ফ্রি) নম্বরে ডায়াল করে দুর্যোগের আগাম বার্তা পেয়ে জনগণ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। বিডি ডিজাস্টার এলার্ট নামক মোবাইল এ্যাপস এর মাধ্যমে দুর্যোগকালে নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্র ও স্বেচ্ছাসেবকদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারছে। কোভিড অতিমারীকালে ৩৩৩ এ কল করে জনগণ সরাসরি ত্রাণ সাহায্য পেয়েছে। তাই সঠিক সময়ে যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ ও তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা জনগণের জন্য সহজতর ও জনবান্ধব করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ভবিষ্যতেও অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে।

